প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন

বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিণী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর ২০০৩-২০০৪ সালের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

প্রথম খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন

বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিণী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর ২০০৩-২০০৪ সালের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

প্রথম খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮(২) অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট) ১৯৭৪ এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.....বঃ
১২/৬/১৪১৩
তারিখঃ ----------
২৭/৯/২০০৬
.....খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের মন্তব্য

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা পূর্বক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, হিসাব রক্ষণে অনিয়ম, অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা, চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম, রাজস্ব আয় নির্ধারিত খাতে জমা না করা, অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, বিধি বিধান প্রতিপালনে অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে অনিয়মসমূহ সংঘটিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা সার্ভিসেসের বিভিন্ন ইউনিট ফরমেশন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি বিধি বিধান প্রতিপালনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আরও নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

ঢাকা ' ০৮/৫/১৪১৩ বঃ
তারিখ:----------
২৩/৮/২০০৬ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(আবুল ফয়েজ মোঃ আবিদ)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্ত:বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট সমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ সংবাৎসরিক আর্থিক ও পরিপালন নিরীক্ষা।
(Yearly Financial & Compliance Audit)

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৪।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় যাচাই ।
(Local Audit by Sampling)

নিরীক্ষা দলঃ ১৭টি

অডিট ফাইন্ডিংস এর সার-সংক্ষেপ

দ্বিতীয় খন্ডের নিরীক্ষা আপত্তির অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
	বাংলাদেশ সেনা বাহিনী	
১	সরকারী সম্পত্তি ইজারা/ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	২,২৬,৭৬,৫৩০
২	সর্বনিম্ন দরদাতার দ্রব্য গ্রহন না করে ৪র্থ নিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় জনিত ক্ষতি।	৩৪,৭০,৯২৮
৩	চাহিদাপত্রে উল্লেখিত মডেলের দ্রব্যাদি ক্রয় না করে উচ্চ মূল্যে অন্য মডেলের দ্রব্য ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,০৩,৫৮,০৪০
	বাংলাদেশ নৌ বাহিনী	
৪	আউট লিভিংএ থাকা কালে রেশনের পরিবর্তে নগদ অর্থ (MLR) গ্রহনকারী নাবিকদের অনিয়মিতভাবে ভর্তুকি দরে রেশন সামগ্রী প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি।	১০,০০,৬৩৩
	বাংলাদেশ আন্ড বাহিনী	
৫	টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়নি।	২১,৯০,১৭৫
৬	ঝুকি ক্রয়ে (Risk Purchase) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যয়িত অর্থ/ অসফল সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করতে পারায় ক্ষতি।	৫৭,৪৯,০০০
৭	Special note of the tender ফরমে মালের মূল্যের সাথে আয়কর যোগ আহবান করায় ক্ষতি।	২,৪১,৪৫,৩৭৫
	সামরিক প্রকৌশলী	
৮	ঝুকি ক্রয়ে (Risk Purchase) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যয়িত অর্থ/ অসফল সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করতে পারায় ক্ষতি।	৬,৬১,২৮৮
৯	নির্মাণ কাজের ঠিকাদার এবং সি এস ডি আটা কল কর্তৃক ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্য আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	১০,৬৬,৫৫১
১০	সরকারি জমি সেনকল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রয়োজনে না লাগলেও নাম মাত্র মূল্যের তাদের ইজারা দেয়ার সরকারের ক্ষতি।	২২,১৭,৬৭,৩৮০
১১	সামরিক আবাসিক প্রকল্পের বরাদ্দকৃদ প্লটের খাজনা কম হারে আদায় করায় সরকারের ভর্তুকি বাবদ ক্ষতি।	৬৫,৮২,৩২৫

১২	Dredging plant এর উপর Depreciation charge দেখিয়ে তার উপর ১০% লভ্যাংশ সহ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৫,০০,৫০,০০০
১৩	ঠিকাদার কর্তৃক যন্ত্রপাতি (Equipment) এর দাম সরকারের নিকট হতে গ্রহন করা সত্বেও উক্ত যন্ত্রপাতি সরকারকে ফেরৎ প্রদান করা হয়নি। অধিন্তু যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত করা হয়েছে।	১৪,৫২,০০০
১৪	চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকা সত্বেও লভ্যাংশ সহ বীমা বাবদ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৩৩,০০,০০০
১৫	Unforseen ব্যয় ঠিকাদার কর্তৃক বহন করার শর্ত থাকা সত্বেও রেইট এনালাইসিসে উক্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে তার উপর লভ্যাংশসহ অতিরিক্ত পরিশোধ।	১১,০০,০০০
১৬	কাজের রেইট এনালাইসিসে আয়কর অন্তর্ভুক্ত করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৪০,৭৩,৮৪৫
১৭	ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি।	৩,৬০,৪১৬
১৮	ঠিকাদারের নিকট হতে নির্মাণ কাজের উপর ভ্যাট কম আদায় ক্ষতি।	৭,৬৯,৯৩৯
	মোট =	৩৭,৩৬,৪৪,৪২৫

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

√ বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।

√ অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা।

√ চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম।

√ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবনতা।

√ সরকারি সম্পত্তির লীজ/ভাড়া/খাজনা কম হারে আদায় ।

√ রাজস্ব আয় নির্ধারিত খাতে জমা না করে অন্য খাতে জমা করা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

√ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

√ হিসাব রক্ষণে অনিয়ম।

√ অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।

√ অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।

√ বিধি-বিধান প্রতিপালনে অদক্ষতা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

√ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায়।

√ অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ।

√ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন।

√ নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা উত্তরণকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন

বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীসংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর ২০০৩-২০০৪ সালের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

দ্বিতীয় খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন

বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীসংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর ২০০৩-২০০৪ সালের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

দ্বিতীয় খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

১।	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মন্তব্য	৫
২।	শব্দ সংক্ষেপ ও শব্দ পঞ্জী	৭
৩।	প্রথম অধ্যায়ঃ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৯-১০
৪।	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ	১১-২৮
	৪.১। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী	১১-১৩
	৪.২। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী	১৪
	৪.৩। বাংলাদেশ আন্তঃ বাহিনী	১৫-১৭
	৪.৪। সামরিক প্রকৌশলী	১৮-২৮
৫।	পুর্ববর্তী অডিট রিপোর্টসমূহ সহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ	২৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮(২) অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট) ১৯৭৪ এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.....বঃ
১২/৬/১৪১৩
তারিখঃ ----------
২৭/৯/২০০৬
.....খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

শব্দ সংক্ষেপ ও শব্দ পঞ্জী Abbreviation & Glossary

এ রিপোর্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

১) সিপিপি(কন্ট্রাকটরস পার্সেন্টেজ)ঃ সিডিউলে বর্ণিত কাজ বা দ্রব্যের মূল্যের উপর ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত উর্দ্ধহার/নিম্ন হার বুঝায়।

২) এম ই এস রেগুলেশনস্ (মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস রেগুলেশনস্) = এটি পূর্ত কাজের বিধি পুস্তক হিসেবে গণ্য।

৩) সি এ (কন্ট্রাট এগ্রিমেন্ট)ঃ ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির সংক্ষিপ্ত নাম।

৪) আর সি সি ঃ রি-ইন-ফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট

৫) এম বি ঃ মেজারমেন্ট বুক

৬) ষ্টার রেইট = ঠিকাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কোন আইটেমের মূল্য সিডিউলে না থাকলে ঠিকাদারের দায়পরিশোধ করার জন্য দ্রব্যাদির বাজার দরের সহিত ঠিকাদারের প্রাপ্য টাকার হার (সি.পি.সি.)সহ যে দর নির্ধারণ করা হয়

৭) এন এস ডিঃ নেভাল সাপ্লাই ডেপো

৮) এম এল আর ঃ মানি ইন স্বিউ অব রেশন।

৯) জে এস আইঃ জয়েন্ট সার্ভিসেস ইনষ্ট্রাকশন

১০) এ এফ আইঃ এয়ারফোর্স ইনষ্ট্রাকশন

১১) কে টুঃ কেরোসিন তেল (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত শব্দ)

১২) বি কিউঃ বিলস অব কোয়ান্টিটি

১৩) সি এস ডিঃ সেন্ট্রাল সাপ্লাই ডেপো

১৪) এ এফ এম সিঃ আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ

১৫) পিবিকিউঃ প্রজেক্ট বিলস অব কোয়ান্টিটি

১৬) আর আর ঃ রেশন রিটার্ন

১৭) জি ই = গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

১৭) এ জি ই = এসিস্ট্যান্ট গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

অডিট ফাইন্ডিংস এর সার-সংক্ষেপ

দ্বিতীয় খন্ডের নিরীক্ষা আপত্তির অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
	বাংলাদেশ সেনা বাহিনী	
১	সরকারী সম্পত্তি ইজারা/ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	২,২৬,৭৬,৫৩০
২	সর্বনিম্ন দরদাতার দ্রব্য গ্রহন না করে ৪র্থ নিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় জনিত ক্ষতি।	৩৪,৭০,৯২৮
৩	চাহিদাপত্রে উল্লেখিত মডেলের দ্রব্যাদি ক্রয় না করে উচ্চ মূল্যে অন্য মডেলের দ্রব্য ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,০৩,৫৮,০৪০
	বাংলাদেশ নৌ বাহিনী	
৪	আউট লিভিংএ থাকা কালে রেশনের পরিবর্তে নগদ অর্থ (MLR) গ্রহনকারী নাবিকদের অনিয়মিতভাবে ভর্তুকি দরে রেশন সামগ্রী প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি।	১০,০০,৬৩৩
	বাংলাদেশ আন্ড বাহিনী	
৫	টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়নি।	২১,৯০,১৭৫
৬	ঝুকি ক্রয়ে (Risk Purchase) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ/ অসফল সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করতে পারায় ক্ষতি।	৫৭,৪৯,০০০
৭	Special note of the tender ফরমে মালের মূল্যের সাথে আয়কর যোগ করে দরপত্র আহবান করায় ক্ষতি।	২,৪১,৪৫,৩৭৫
	সামরিক প্রকৌশলী	
৮	ঝুকি ক্রয়ে (Risk Purchase) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ/অসফল ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করতে পারায় ক্ষতি।	৬,৬১,২৮৮
৯	নির্মাণ কাজের ঠিকাদার এবং সি এস ডি আটা কল কর্তৃক ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্য আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	১০,৬৬,৫৫১
১০	সরকারি জমি সেনকল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রয়োজনে না লাগলেও নাম মাত্র মূল্যে তাদের ইজারা দেয়ার সরকারের ক্ষতি।	২২,১৭,৬৭,৩৮০
১১	সামরিক আবাসিক প্রকল্পের বরাদ্দকৃদ প্লটের খাজনা কম হারে আদায় করায় সরকারের ভর্তুকি বাবদ ক্ষতি।	৬৫,৮২,৩২৫
১২	Dredging plant এর উপর Depreciation charge দেখিয়ে তার উপর ১০% লভ্যাংশ সহ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৫,০০,৫০,০০০

১৩	ঠিকাদার কর্তৃক যন্ত্রপাতি (Equipment) এর দাম সরকারের নিকট হতে গ্রহন করা সত্বেও উক্ত যন্ত্রপাতি সরকারকে ফেরৎ প্রদান করা হয়নি। অধিকন্তু যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত করা হয়েছে।	১৪,৫২,০০০
১৪	চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকা সত্বেও লভ্যাংশ সহ বীমা বাবদ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৩৩,০০,০০০
১৫	Unforseen ব্যয় ঠিকাদার কর্তৃক বহন করার শর্ত থাকা সত্বেও রেইট এনালাইসিসে উক্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে তার উপর লভ্যাংশসহ অতিরিক্ত পরিশোধ।	১১,০০,০০০
১৬	কাজের রেইট এনালাইসিসে আয়কর অন্তর্ভুক্ত করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৪০,৭৩,৮৪৫
১৭	ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি।	৩,৬০,৪১৬
১৮	ঠিকাদারের নিকট হতে নির্মাণ কাজের উপর ভ্যাট কম আদায়ে ক্ষতি।	৭,৬৯,৯৩৯
	মোট =	৩৭,৩৬,৪৪,৪২৫

অডিট ফাইন্ডিংস ঃ বিস্তারিত বিবরণ

বাংলাদেশ সেনা বাহিনী

অনুচ্ছেদ-১

শিরোনামঃ- সরকারি সম্পত্তি ইজারা/ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত ২,২৬,৭৬,৫৩০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।

বিষয়বস্তু

সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বন্টন তালিকা, বিভিন্ন প্রকার রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ৫/৪/২০০৪ হতে ১/৬/০৪ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- ✓ নিরীক্ষাকালীন সময়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সেনানিবাসে সরকারি সম্পত্তির উপর নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনার ভাড়া, এসি ও বিদ্যুৎ বিল, লীজ/ইজারা বাবদ সর্বমোট ২,২৬,৭৬,৫৩০ টাকা আদায় করা হয়েছে। কিন্তু আদায়কৃত ২,২৬,৭৬,৫৩০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি (বিবরণী পরিশিষ্ট-১)
- ✓ উক্ত টাকা সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত প্রাইভেট ফান্ডে রাখা হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

- ✓ জি এফ আর রুল-৫ এবং The Cantonment Land Administration Rules, 1937 এর Rule-4 এর আওতায় Rule-11 তে ইজারা লব্ধ/ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এমইও এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমার নির্দেশ থাকা সত্বেও তা না করে উক্ত টাকা সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত প্রাইভেট ফান্ডে রাখা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে আলাদাভাবে ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমইও কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে টাকা জমা করার জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ The Bangladesh Cantonment Abandoned Property (Land & Building) Rule-1973 এর বিধি-৭ মোতাবেক ভূমি রাজস্ব রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য প্রত্যেক সম্পদের বিপরীতে সকল প্রাপ্তি ও খরচের রেজিষ্টাররক্ষণাবেক্ষন করতে হবে। সে মোতাবেক মোট প্রাপ্তি হতে মোট খরচকৃত অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ জি এফ.আর রুল-৫ মোতাবেক অবশ্যই সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

সুপারিশ ঃ

- ✓ ইজারা/ভাড়া বাবদ আদায়কৃত ২,২৬,৭৬,৫৩০ টাকা সত্বর সরকারি কোষাগারে জমা ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।
- ✓ ভবিষ্যতে সরকারি বিধান অনুযায়ী আর্থিক বৎসর সমাপনান্তে অব্যায়িত প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জম করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনামঃ- সর্বনিম্ন দরদাতার দ্রব্য গ্রহন না করে ৪র্থ নিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ৩৪,৭০,৯২৮ টাকা অতিরিক্ত ক্ষতি।

বিষয়বস্তু

- ✓ সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডিপো ঢাকা সেনানিবাস ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৩-২০০৪ সালের Procurement of goods এর উপর ২৭/১১/০৪ হতে ৭/১২/০৪ তারিখ পর্যন্ত অডিট করা হয়।

  অডিটে দেখা যায় যে, কার্যাদেশ নং-৩০৬/ইউ এন/১২৮৫/২০০৩-২০০৪/এলপি/সিওডি তাং-২৬/৪/২০০৪ এর মাধ্যমে Hand Radio with Charger (Walkie Talkie) সেট, M/S Sky Ways Techno Services Ltd. এর নিকট হতে সরবরাহ নেয়া হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

- ✓ কার্যাদেশ নং-৩০৬/ইউ এন/১২৮৫/২০০৩-২০০৪/এলপি/সিওডি তাং-২৬/৪/২০০৪ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত ২৬৬টি দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্তে আহবানকৃত দরপত্রে দ্রব্যের নমুনার বিবরণ দেয়া হয়নি। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে নমুনার বিবরণ উল্লেখ করার বিধান থাকা সত্বেও নমুনার বিবরণ ছাড়াই কমান্ড্যান্ট কর্তৃক ব্যয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ✓ সর্বনিম্ন দর প্রতিটি টাকা ১৪৪৫১/৪০ (জিপি-২০০) হওয়া সত্বেও উক্ত দর দাতাকে কোন কারণ উল্লেখ ব্যতিত কার্যাদেশ প্রদান না করে ৪র্থ নিম্ন দরদাতাকে প্রতিটি টাকা ২৭,৫০০/-(জিপি-২৪) হারে কার্যাদেশ করা হয়েছে।
- ✓ ফলে ২৬৬টি দ্রব্যের জন্য (২৭,৫০০-১৪,৪৫১/৪০)=১৩,০৪৮.৬০×২৬৬=৩৪,৭০,৯২৭/৬০ টাকা সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ আপত্তি উত্থাপনের সময় কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে পত্র মারফত এবং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে দ্রব্যের নমুনার উল্লেখ থাকলে একই নমুনার অধিক সংখ্যক দরপত্র পাওয়া গেলে এদের মধ্য হতে সর্বনিম্ন দর গ্রহণ করলে সরকারী অর্থের সাশ্রয় হতো।
- ✓ আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দর গ্রহন না করে ৪র্থ নিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের যৌক্তিক কারণ তুলনামূলক বিবরণীতে পাওয়া যায়নি। ফলে সরকারের ৩৪,৭০,৯২৭/৬০ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে।

সুপারিশ ঃ

- ✓ দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে দ্রব্য সামগ্রীর নমুনার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।
- ✓ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্যাটালগের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
- ✓ নিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিলের যথাযথ কারণ নথিতে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ✓ অতিরিক্ত খরচের যথাযথ কারণ উদ্ঘাটন করে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনাম ঃ চাহিদাপত্রে উল্লেখিত মডেলের দ্রব্যাদি ক্রয় না করে উচ্চ মূল্যের অন্য মডেলের দ্রব্য ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,০৩,৫৮,০৪০ টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডেপো (সিওডি), ঢাকা সেনানিবাসের ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৩-২০০৪ সালের Procurement of goods এর উপর ২৭/১১/০৪ হতে ৭/১২/০৪ তারিখ পর্যন্ত অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটকালে দেখা যায় যে, এসএসডি সাব-ডেপোর চাহিদা পত্র নং-এলপি/২১১২/এসএসডি/৫৩, তাং ২২/০৪/০৪ এর মাধ্যমে ক্যাচ কার্ড নং-ভি-৫/এনআইভি, হ্যান্ড লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার, টি-৮৫ (চায়না) ৪০টি ক্রয় করার জন্য চাহিদাপত্র প্রদান করা হয়।
- ✓ অথচ এর প্রায় দুই মাস পূর্বে স্থানীয় ক্রয় শাখা কর্তৃক দরপত্র নং-৩০৫/ইউ এন/১৭১/২০০৩-২০০৪/এলপি/সিওডি তাং ৪/৩/২০০৪ এর মাধ্যমে লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার নাম উল্লেখ পূর্বক নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।
- ✓ দরপত্র দাখিলের শেষ দিনে ১৩/৩/০৪ তারিখে দরপত্রের বাক্স খোলা হলে দেখা যায় যে, ৬টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপত্র পেশ করা হয়েছে।
- ✓ দরপত্রের সিডিউলের পরিশিষ্টে উল্লেখিত চাহিদাকৃত দ্রব্যের মডেল/নমুনার বিবরণ না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন মডেল উল্লেখ পূর্বক দরপত্র জমা দেয়া হয়।
- ✓ পরবর্তীতে সেনাসদর এমজিও শাখা, অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের পত্র নং-৪৮৩৬/৩২/আইভরিকোষ্ট/ওএস-৩এ, তাং-০১/০৪/০৪ এর মাধ্যমে উক্ত দ্রব্যের মডেল নং- Lieg Veetor-Tm-IV, Switzer land ক্রয়ের জন্য সিওডিকে জানানো হয়। কিন্তু সিওডি কর্তৃক পুনরায় দরপত্র আহবান না করে ১৩/৩/০৪ তারিখে প্রাপ্ত দরপত্র মধ্য হতে ১ম,২য় এবং ৩য় নিম্ন দরদাতার দরপত্র কারণ উল্লেখ ব্যতীত বাতিল করে ৪র্থ নিম্ন দরপত্র গ্রহণ করা হয়। কার্যাদেশ নং-৩০৬/ইউ এন/১২৭৫/২০০৩-২০০৪/এলপি/সিওডি/তাং-২৫/৪/২০০৪ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত দ্রব্যের ১ম নিম্ন দর ও ৪র্থ নিম্ন দরের দ্রব্যের নম্বর একই কিন্তু দরের পার্থক্য (৬,৫৬,৭২৪-৩,৯৭,৭৭৩)=২,৫৮,৯৫১/- টাকা (প্রতিটি) ফলে ৪০টিতে অতিরিক্ত ব্যয় (২,৫৮,৯৫১×৪০)= ১,০৩,৫৮,০৪০/- টাকা।
- ✓ ৪০টি দ্রব্য সিআরবি/১৮১৪/এএসডি, তারিখ ১৬-৬-২০০৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রহন করা হয়।
- ✓ ০২/১২/০৪ তারিখ পর্যন্ত ১৮টি ষ্টোরে মজুদ রয়েছে যার মূল্য (১৮×৬,৫৬,৭২৪)=১,১৮,২১,০৩২ টাকা।

অনিয়ম ঃ

- ✓ চাহিদা পত্র প্রদানের (২২/৪/০৪) পূর্বে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রদান (৪/৩/০৪) করা হয়।
- ✓ দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে দ্রব্যের মডেল/নমূনার উল্লেখ না করা।
- ✓ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করে নোটিশ বোর্ডে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রদান।
- ✓ পূনঃদরপত্র আহবান না করা। সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করা।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ আপত্তি উত্থাপনের সময় কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে পত্র মারফত এবং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ অনিয়ম হতে প্রতিয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Procurement Procedure যথাযথ অনুসরন করা হয়নি।
- ✓ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দেয়ায় সরকারের ১,০৩,৫৮,০৪০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

সুপারিশ ঃ

- ✓ Procurement Procedure যথাযথ অনুসরন করতে হবে।
- ✓ অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ উদ্ঘাটন পূর্বক কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনাম ঃ আউট লিভিং এ থাকাকালে রেশনের পরিবর্তে নগদ অর্থ (MLR) গ্রহনকারী নাবিকদের অনিয়মিতভাবে ভর্তুকি দরে রেশন সামগ্রী প্রদান করায় সরকারের ১০,০০,৬৩৩ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ বি এন এস হাজী মহসীন ঢাকা, বি এন এস ঈশা খান, চট্টগ্রাম বি এস ও নিউমুরিং, বি এন ডকইয়ার্ড, নিউমুরিং, চট্টগ্রাম এবং বি এন এস আবু বকর, চট্টগ্রাম এর ২০০২-২০০৩ সালের হিসাব ২০০৩-২০০৪ সালে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নাবিকগণকে রেশনের পরিবর্তে প্রতিদিন MLR হিসাবে শুকনা রশদ ৪.৬০ টাকা হারে এবং তাজা রশদ ২৬.৫৪ টাকাসহ মোট ৩১.১৪ টাকা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ MLR প্রদানের সাথে সাথে ভর্তুকি দরে শুকনা রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ MLR সহ ভর্তুকি দরে রেশন সামগ্রী প্রদান করায় সরকারের সর্বমোট ১০,০০,৬৩৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-২)

অনিয়ম ঃ

- ✓ যৌথ বাহিনী নির্দেশনা-৫/৯৯ অমান্য করে MLR এবং ভর্তুকি দরে রেশন সামগ্রী একই সাথে প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ MLR এবং ভর্তুকি মূল্যে রেশন গ্রহন সরকারী বিধি বিধান অনুযায়ী দুটি পৃথক সুবিধা এবং একটি অপরটির সম্পুরক নয়। বিনা মূল্যে রেশনের পরিবর্তে MLR প্রদান করলে ভর্তুকি মূল্যে রেশন প্রদান করা যাবে না এমন বিধান কোথাও উল্লেখ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ MLR গ্রহনকারী সদস্য কর্তৃক রেশনের পরিবর্তে নগদ অর্থ গ্রহন করায় ঐ একই দিনের জন্য দ্বৈত সুবিধা হিসেবে ভর্তুকি দরে রেশন প্রাপ্য নয়।
- ✓ যৌথ বাহিনী নির্দেশনা-৫/৯৯ অনুসরন না করে MLR গ্রহণকৃত নাবিকদেরকে অনিয়মিতভাবে ভর্তুকি দরে রেশন সামগ্রী প্রদান করায় সরকারের বর্ণিত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।
- ✓ ভবিষ্যতে যৌথ বাহিনী নির্দেশনা অনুসরন পূর্বক রেশন সামগ্রী প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম ঃ টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় লব্ধ ২১,৯০,১৭৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহা পরিদপ্তর, ঢাকা ক্যান্টের ২০০২-২০০৩ সালের হিসাব ২০০৩-০৪ সালে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/প্র-৪/বিবিধ-১৪/৮৮-৯৯৬(১৭) তারিখ ১৯/১০/৮৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সরকারী টেন্ডার সিডিউলের বিক্রয় মূল্য নিম্ন বর্ণিত হারে নির্ধারণ করেছেন।
  - ১) ১০,০০,০০০ টাকার নীচে কাজের সিডিউলের বিক্রয় মূল্য ৪০০ টাকা।
  - ২) ১০,০০,০০০ টাকার অধিক মূল্যের কাজে সিডিউলের বিক্রয় মূল্য ৭৫০ টাকা।

- ✓ বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় পত্র নং-সিএজি/প্রো-২/৩১২/১৬৫ তারিখ ১৬/৮/২০০৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টেন্ডার সিডিউলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ নিরীক্ষাকালে ডিজিডিপি কার্যালয়ে আর্মি, বিমান এবং নৌ শাখার টেন্ডার সিডিউল বিক্রী সংক্রান্ত রেজিষ্টার নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, উক্ত ৩টি শাখার টেন্ডার সিডিউল বিক্রিলব্ধ (১৮,১১,০০০+১,১৫,২২৫+ ২,৬৩,৯৫০)=২১,৯০,১৭৫ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- ✓ উক্ত টাকা সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত প্রাইভেট ফান্ডে জমা রাখা হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

- ✓ উপরোক্ত নির্দেশ উপেক্ষা করে টেন্ডার সিডিউল ফরম বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ আপত্তি উত্থাপনের সময় কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে পত্র মারফত এবং টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ সিডিউল ফরম বিক্রলব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত ২১,৯০,১৭৫ টাকা জরুরী ভিত্তিতে সরকারী কোষাগারে জমা হওয়া প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম ঃ ঝুঁকি ক্রয় (Risk Purchase) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ/অসফল সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করতে পারায় ৫৭,৪৯,০০০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০০-০৩ সালের চুক্তিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ২০০৩-০৪ সালে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ১ম চুক্তিপত্রের সাথে জড়িত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী চুক্তি সমূহের মাধ্যমে ১ম সরবরাহকারীর ঝুঁকিতে বিভিন্ন ধরনের মালামাল সরবরাহ নেয়ায় সরকারের ৫৭,৪৯,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে (বিবরণী পরিশিষ্ট-৩)।

অনিয়ম ঃ

- ✓ ডিপি-৩৫ এর অনুচ্ছেদ-১৬ এর উপ অনুচ্ছেদ এ (ii) এবং এফ আর পার্ট-১ এর রুল-২৩৩ অনুযায়ী সরবরাহকারী সরবরাহে ব্যর্থ হলে উক্ত মালামাল নতুনভাবে পুনরায় ক্রয় করায় সরকারের যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় উহা ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত আদেশ মানা হয়নি।
- ✓ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত অর্থ আদায় না করায় বর্ণিত টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

এএফডি/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ অডিট চলাকালীন সময়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে স্মারক নং-৪৬০৫/এএন্ডএল/এফ তাং ২২/১২/২০০৫ এর মাধ্যমে জবাব পাওয়া গিয়াছে।
- ✓ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন দাখিল করায় সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ীভাবে স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে ব্যাংক গ্যারান্টির টাকা নগদায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রতিষ্ঠান সমূহকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ ঝুঁকি ক্রয়ে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সাথে সঙ্গতি বিধান সাপেক্ষে ব্যর্থ/অসফল সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিতে বর্ণিত ৫৭,৪৯,০০০ টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ✓ চুক্তি করাকালীন জামানতের হার এমনভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে করে ঝুঁকি ক্রয়ের টাকা সমন্বয় করা সম্ভব হয়।

অনুচ্ছেদ নং-৭

শিরোনাম ঃ Special note of the tender ফরমে মালের মূল্যের সাথে আয়কর যোগ করে দরপত্র আহবান করায় ২,৪১,৪৫,৩৭৫ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহা পরিদপ্তর, ঢাকা ক্যান্টের ২০০৩-২০০৪ সালের নিরীক্ষার কাজ ৬-৭-০৪ হতে ১৫-৮-০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন হয়।
- ✓ নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, দরপত্র আহবান করার সময় Special note of the tender এর মাধ্যমে শুল্ক কর ও ভ্যাট সংযুক্ত করে দরপত্র জমা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।
- ✓ দরপত্র জমা দেয়ার সময় আয়কর ধরে জমা দেয়ায় সরকারের ২,৪১,৪৫,৩৭৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে (বিবরণী পরিশিষ্ট-৪)।

অনিয়ম ঃ

- ✓ আয়কর ঠিকাদারের আয় হতে প্রদান করতে হয়।
- ✓ চুক্তির সময় আয়কর সংযোজন করে দরপত্র প্রদান করা হলে উক্ত আয়কর পরবর্তীতে আদায় করা হলেও উহা সরবরাহকারীর আয় থেকে আয়কর প্রদান করা হয়না।
- ✓ ফলে সরকার সরবরাহকারীর প্রাপ্ত আয় হতে আয়কর প্রাপ্ত হয়নি।
- ✓ ঠিকাদারের মালামালের মূল্যের সাথে আয়কর যোগকরে মূল্য নির্ধারণ করার কোন বিধান না থাকা সত্বেও চুক্তিকৃত টাকার উপর আয়কর সংযুক্ত করে দরপত্র প্রদান করায় সরকারের ২,৪১,৪৫,৩৭৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্যের উপর সকল প্রকার কর ও ভ্যাটসহ মূল্য নির্ধারণ হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সঠিক বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ আয়কর দরদাতার আয়ের উপর প্রদান করতে হয় বিধায় ইহা দরপত্রে সংযোজন করার অবকাশ নেই।

সুপারিশ ঃ

- ✓ অতিরিক্ত পরিশোধিত ২,৪১,৪৫,৩৭৫ টাকা আদায় ও হিসাবভূক্ত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম ঃ ঝুঁকি ক্রয় (Risk Purchase) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ/অসফল ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করতে পারায় ৬,৬১,২৮৮ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ জিই (আর্মি) প্রজেক্ট সাউথ, ঢাকা সেনানিবাস এবং সি এম ই এস (আর্মি), ঢাকা এর ২০০২-২০০৩ সালের হিসাব ২০০৩-০৪ সালে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ জিই (আর্মি) প্রজেক্ট (সাউথ) ঢাকা সেনানিবাস এর হিসাব নিরীক্ষার সময় দেখা যায় যে, চুক্তিপত্র নং-সিইএ/৮৮ অব ২০০০-০১ এর মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাস ১×১৬ জেসিও'স কোয়ার্টার এ এটিএসসহ ১×১০০ কেভি-ও জেনারেটর(১৫০০আরপিএম)কমপ্লিট সরবরাহ, সংস্থাপন টেষ্টিংসহ মোট (৯,৬০,০০০+২০,০০০)=৯,৮০,০০০ টাকায় মেসার্স ইমামবাড়ি ট্রেডার্স লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- ✓ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে ডি ডব্লিউ এন্ড সিই (আর্মি) এর পত্র নং-সিইএ/৮৮ অব ২০০০-০১/২৭/ই-৪ তাং ২০/১১/০২ এর মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিতে নতুন চুক্তি পত্রের মাধ্যমে সম্পাদন করার শর্ত সাপেক্ষে বাতিল করা হয়।
- ✓ পরবর্তীতে চুক্তিপত্র নং-সিইএ/১৩ অব ২০০২-০৩ সিবি আই নং-৯০ তাং ৩০/৬/০৩ এর মাধ্যমে মেসার্স এস কে এস এন্টারপ্রাইজ এর সাথে (১১,৩০,০০০+২৫,০০০)=১১,৫৫,০০০ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং কাজ শেষে বিল পরিশোধ করা হয়।
- ✓ ফলে সরকারের ১১,৫৫,০০০-৯,৮০,০০০=১৭৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়।
- ✓ সি এম ই এস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাসের ই-৩ শাখায় রক্ষিত এজিই (আর্মি) সিলেট এর কাগজপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, চুক্তিপত্র নং-ই-ইন-সি/১২১ অব ১৯-৯৫ এর মাধ্যমে সিলেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ নির্মানের জন্য মেসার্স লিজা এন্টারপ্রাইজ এর সাথে ২৫,২১,৭১২ টাকায় চুক্তি করা হয়।
- ✓ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার উক্ত কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে গেলে তাঁর ঝুঁকিতে দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে ৩০,০৮,০০০/- টাকায় অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ বিষয়ে পর্ষদ গঠন করা হলে পর্ষদ মন্তব্য করে যে, উক্ত ১ম ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদন করা হলে ২৫,২১,৭১২/- টাকা ব্যয় হতো।
- ✓ এমতাবস্থায় অতিরিক্ত ব্যয়িত (৩০,০৮,০০০-২৫,২১,৭১২)=৪,৮৬,২৮৮ টাকা ব্যর্থ ঠিকাদরের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনিয়ম ঃ

- ✓ চুক্তির চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী ২২৪৯ এর ৫৩(ই) এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির অনুচ্ছেদ-১৬ অনুযায়ী ব্যর্থ ঠিকাদারের দায়-দায়িত্বে চুক্তি বাতিল করে কার্য সম্পাদন করায় অতিরিক্ত ব্যয়িত=(১,৭৫,০০০+৪,৮৬,২৮৮) =৬,৬১,২৮৮ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের নিকট নিকট হতে আদায় করা হয়নি।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ টাকা আদায় করে জানানো হবে।
- ✓ সংশ্লিষ্ট জিই কর্তৃক টাকা কর্তনের জন্য বিল পাশের পত্রে উল্লেখ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জিই হতে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ ঝুঁকিতে কার্য সম্পাদনে ব্যয়িত ৬,৬১,২৮৮ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত ৬,৬১,২৮৮ টাকা আদায় ও হিসাবভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।
- ✓ ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকান্ডের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করনসহ ব্যবসায়িক লাইসেন্স বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৯

শিরোনাম ঃ নির্মাণ কাজের ঠিকাদার এবং সি এস ডি আটা কল কর্তৃক ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্য আদায় না করায় ১০,৬৬,৫৫১ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ জিই (আর্মি) মেইনটেন্যান্স নর্থ ঢাকা এর ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ১/১১/০৪ হতে ৫/১২/০৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- ✓ ই/এম (বাহির) উপ-বিভাগের বিদ্যুৎ কসজুমার লেজার যাচাই কালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ঠিকাদার তাদের নির্মাণ কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে। ই/এম (বাহির) উপ-বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত বিদ্যুতের মিটার রিডিং প্রতি মাসে যথারীতি গ্রহন করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিল তৈরী করে জিই (আর্মি) প্রজেক্ট নর্থ/সাউথে পাঠানো হচ্ছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদৌ বিল তৈরী করা হযনি। ফলে নির্মাণ কাজের ঠিকাদার এবং সি এস ডি আটা কলের বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৯,৬৫,১৩৩.৫৩+১,০১,৪১৭.৮২)=১০,৬৬,৫৫১.৩৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (পরিশিষ্ট-৫)

অনিয়ম ঃ

- ✓ ঠিকাদার এবং সি এস ডি আটা কল কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সত্বেও বিল পরিশোধ না করায় ১০,৬৬,৫৫১.৩৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ **আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপত্তিকৃত** টাকা আদায় করতে সম্মত হন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপত্তিকৃত** টাক ঠিকাদার এবং সি এস ডি আটা কলের মালিকের নিকট হতে আদায় করতে সম্মত হলেও এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের টাকা আদায়ের কোন প্রমানপত্র পাওয়া যায়নি।
- ✓ **আপত্তিকৃত** টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় ও হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।

সুপারিশ ঃ

- ✓ চূড়ান্ত বিল পরিশোধের সময় সরকারী পাওনা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
- ✓ আপত্তিকৃত ১০,৬৬,৫৫১.৩৫ টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ সরকারী জমি সেনাকল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রয়োজনে না লাগালেও নাম মাত্র মূল্যে তাদের ইজারা দেয়ায় সরকারের ২২,১৭,৬৭,৩৮০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ মিলিটারী এষ্টেট অফিস (এমইও) ঢাকা ক্যান্ট এর নথিপত্র ১৩/৪/২০০৪ হতে ২৫/৪/২০০৪ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ ঢাকা ক্যান্ট মহাখালী মৌজায় ৭.৬৫ একর জমি সেনাকল্যাণ সংস্থাকে ১৯৬০ সালে ৩০ বৎসরের জন্য বার্ষিক খাজনা ২২৯৫ টাকা হারে লীজ দেয়া হয়।
- ✓ সরকারী বিধি মোতাবেক সেনাকল্যাণ সংস্থা উক্ত জমি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট সাব-লীজ দিতে পারে না।
- ✓ কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে, সেনাকল্যাণ সংস্থা কর্তৃক উক্ত জমি ফিলিপস কোম্পানিকে মাসিক ৬,৩৭,৫০০ টাকায় ১৯৭৬ সাল হতে সাব-লীজ দেয়া হয়েছে।
- ✓ সেনাকল্যাণ সংস্থার নিজস্ব ৩০ বৎসরের লীজের মেয়াদ ২৮/১২/৯০ সালে শেষ হয়ে যায়।
- ✓ পুনরায় ১৯/৮/৯৬ তারিখে বার্ষিক খাজনা ৩৪৪২.৫০ টাকা হারে পুনরায় সেনাকল্যাণ সংস্থার লীজ নবায়ন করা হয়, যা পূর্ববর্তী খাজনার ৫০% বেশী।
- ✓ সেনাকল্যাণ সংস্থার লীজ নিয়ে নিজে ব্যবহার না করায় উক্ত লীজ বাতিল করে মিলিটারী এষ্টেট অফিস ঢাকা ক্যান্ট কর্তৃক সরাসরি ফিলিপস বাল্ব কোম্পানিকে লীজ/ভাড়া দেয়া যেত।
- ✓ ফলে সরকারের ১৯৭৬ সাল হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ২৯ বৎসরের মোট (৬,৩৭,৫০০×১২×২৯)=২২,১৮,৫০,০০০ টাকা আয় হতো।
- ✓ ১৯৭৬ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে বার্ষিক ২২৯৫/- টাকা হারে মোট (২২৯৫×১৫)=৩৪,৪২৫ টাকা এবং ১৯৯১ সাল হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরের বার্ষিক ৩৪৪২.৫০ টাকা হারে মোট (৩৪৪২.৫০×১৪)=৪৮,১৯৫ টাকা। সর্বমোট (৩৪,৪২৫+৪৮,১৯৫)=৮২,৬২০ টাকা সেনাকল্যাণ সংস্থা কর্তৃক এম ই ও ঢাকাকে প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ অবশিষ্ট (২২,১৮,৫০,০০০-৮২,৬২০)=২২,১৭,৬৭,৩৮০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

অনিয়ম ঃ

- ✓ সেনাকল্যাণ সংস্থা কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি ফিলিপস বাল্ব কোম্পানিকে সাবলীজ প্রদান করায় প্রমানিত হয় যে, উক্ত সম্পত্তি সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রয়োজন ছিলনা।
- ✓ প্রয়োজন না থাকা সত্বেও সরকারী সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে সেনাকল্যাণ সংস্থা লীজ নিয়ে উক্ত সম্পত্তি সেনাকল্যাণ সংস্থা সেনা কর্তৃক ফিলিপস বাল্ব মোম্পানিকে সাবলীজ প্রদান করায় সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

/মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ ইজারা প্রদত্ত জমি শর্ত ভঙ্গ করে ফিলিপস কোম্পানিকে ভাড়া প্রদানের প্রেক্ষিতে অডিট আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর কেন্দ্রিয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস এর পত্র নং-বিবি/এলসি/৮৬/৯০/১২৩, তাং ২০/১০/২০০৪ এর মাধ্যমে সেনাকল্যাণ সংস্থাকে পত্র লেখা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ কর্তৃপক্ষের জবাবের আলোকে আপত্তিকৃত অর্থ সেনাকল্যাণ সংস্থার নিকট হতে আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করে জমার সপক্ষে প্রমাণক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা আবশ্যক।

সুপারিশ ঃ

- ✓ ফিলিপস বাল্ব কোম্পানির নিকট হতে সেনাকল্যাণ সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত ২২,১৭,৬৭,৩৮০ সরকারী কোষাগারে সত্বর জমা ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ সামরিক আবাসিক প্রকল্পের বরাদ্দকৃত পট্টর খাজনা কম হারে আদায় করায় সরকারের ভর্তুকি বাবদ ৬৫,৮২,৩২৫ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ মিলিটারী এষ্টেট অফিস (এমইও) ঢাকা ক্যান্ট ডিওএইচএস হতে প্রাপ্ত ও প্রদত্ত খাজনা সংক্রান্ত নথিপত্র, রেজিষ্টার ও অন্যান্য কাগজপত্র ১৩/৪/২০০৪ হতে ২৫/৪/২০০৪ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ সামরিক বাহিনীর অফিসারদের আবাসিক প্রকল্পের জন্য সরকারী জমির পুট বরাদ্দ দেয়া হয়।
- ✓ প্রতি শতাংশ জমির বার্ষিক খাজনা বাবদ ৪.৯২ টাকা হারে পুট বরাদ্দ প্রাপ্তদের নিকট হতে আদায় করা হয়।
- ✓ উক্ত জমির প্রতি শতাংশের খাজনা বাবদ এমইও কর্তৃক সরকারকে প্রদান করা হয় ২২/-টাকা হারে।
- ✓ ফলে প্রতি শতাংশে (২২.০০-৪.৯২)=১৭.০৮ টাকা হারে এমইও কর্তৃক ভর্তুকি প্রদান করায় সরকারের ৬৫,৮২,৩২৪,৫৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিবরণী পরিশিষ্ট-৬)।

অনিয়ম ঃ

- ✓ সরকারের প্রদত্ত খাজনার চেয়ে পুট বরাদ্দ প্রাপ্তদের নিকট হতে কম হারে খাজনা আদায় করায় সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ ডি ও এইচ এস এর বরাদ্দ পত্রের নির্দেশ মোতাবেক প্রতি বর্গগজের খাজনা ০.১০ টাকা হারে আদায় করা হয়ে থাকে। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১০/৫/০৩ তারিখে ১ প্রকল্পে-২/৮৭/ডি-৯/২১১ নং-পত্রের আলোকে ঢাকা ডি ও এইচ এস এর জমির বাৎসরিক খাজনা প্রতি শতাংশ ২২ টাকা হারে আদায় করা হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ সরকারকে প্রদত্ত খাজনার চেয়ে পুট বরাদ্দ প্রাপ্তদের নিকট হতে আদায়কৃত খাজনার হার কম হওয়ার অবকাশ নেই।
- ✓ এমইও কর্তৃক পরিশোধিত খাজনার চেয়ে কম হারে খাজনা বরাদ্দ প্রাপ্তদের নিকট হতে আদায় যুক্তি সংগত নয়।
- ✓ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০/৫/০৩ তারিখের ১ প্রকল্প-২/৮৭/ডি-৯/২১১ নং পত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ডি ও এইচ এস এর জমির বাৎসরিক খাজনা প্রতি শতাংশ ২২ টাকা হারে আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ডি ও এইচ এস, ঢাকা এর জমির বাৎসরিক খাজনা প্রতি শতাংশ ২২ টাকা হারে আদায় করা আবশ্যক।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত টাকা আদায় ও হিসাবভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।
- ✓ সরকার কর্তৃক বার্ষিক খাজনার হার আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম ঃ Dredging plant এর উপর Depreciation charge দেখিয়ে তার উপর ১০% লভ্যাংশ সহ ৫,০০,৫০,০০০/= টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ গত ১৫/৩/০৫ তারিখ হতে ৩১/৩/০৫ তারিখ পর্যন্ত এ,জি,ই (আর্মি) পোস্তগোলা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০০৩-০৪ সালের হিসাবের উপর অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ড্রেজিং এর মাধ্যমে মাটি ভরাটের জন্য মেসার্স বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বেসিক ড্রেজিং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৪/৬/০১ তারিখে সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ এর মাধ্যমে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ৯,৪৬,৭৪,৬৬৩/৬০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ✓ পরবর্তী সময়ে একই চুক্তির আওতায় প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ৩/৯/০২ তারিখে সংশোধন করে ১৫,৩৮,৩৪,০০০/=টাকায় নির্ধারণ করা হয়। কাজ শেষে ঠিকাদার কর্তৃক চুড়ান্ত বিল নং-৭২/৪৭, তারিখ ৮/২/০৫এর মাধ্যমে ১৩,৫৭,৯৪,৮২৮/৭৯ টাকার বিল দাখিল করা হয়।
- ✓ এতে মূল চুক্তিকৃত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৪,১১,২০,১৬৫/১৯ টাকার কাজ বেশী দেখানো হয়।
- ✓ চুক্তিকৃত কাজের রেইট এনালাইসিসের ৭ নং স্তরে depreciation of dredging plant charge বাবদ ৪,৫৫,০০,০০০ টাকা অন্তর্ভূক্ত করে উহার উপর ১০% লভ্যাংশসহ সর্বমোট ৫,০০,৫০,০০০/= টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

- ✓ চুক্তিপত্রের particular specification & special condition এ Dredging plant এর অবচয় চার্জের কোন সুযোগ রাখা হয়নি। অথচ রেইট এনালাইসিসে dredging plant এর অবচয় চার্জ ও তার উপর ১০% লভ্যাংশসহ মোট ৫,০০,৫০,০০০/= টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ চুক্তিপত্র নং- সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ একটি আইটেম রেইট কন্ট্রাক্ট। এ ধরনের চুক্তিতে সিডিউল'এ' তে উল্লেখিত দরে ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করার কথা। আলোচ্য ঠিকাচুক্তিতে সিডিউল 'এ' তে প্রতি ঘনমিটার ড্রেজিং এর সাহায্যে মাটি ভরাটের জন্য ৮৩.৯৭ টাকা রেইট নির্ধারণ করা হয় এবং ৮৩.৯৭ টাকা হিসাবেই ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। এখানে ঠিকাদারকে কোন অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ঠিকাচুক্তির মূল্য পরিশোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এই দর নির্ধারণ এ্যানালাইসিসের মাধ্যমেই করা হয়। এ জি ই কর্তৃক " রেইটস এ্যানালাইসিস ঠিকাচুক্তির অংশ নয়" মন্তব্যটি সঠিক নয়।
- ✓ মোট ভরাটযোগ্য মাটির পরিমাণের জন্য সব ধরনের ব্যয়সহ মোট টাকার অংক হিসাব করে প্রতি ঘনমিটারের গড় মূল্য ৮৩.৯৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবচয়ের টাকা অন্তর্ভূক্ত করা সঠিক হয়নি।
- ✓ রেইট এ্যানালাইসেসে ড্রেজিং প্লান্ট এর অবচয় চার্জ ও এর উপর ১০% লভ্যাংশসহ মূল্য পরিশোধ সঠিক নয়। এ ছাড়া particular specification & special condition এ ধরনের কোন সুযোগ রাখা হয়নি।
- ✓ অতিরিক্ত পরিশোধিত ৫,০০,৫০,০০০/= টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় হওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত টাকা আদায় হওয়া প্রয়োজন।
- ✓ রেইট এ্যানালাইসিস গ্রহনের পূর্বে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম ঃ-ঠিকাদার কর্তৃক যন্ত্রপাতি (Equipment) এর দাম সরকারের নিকট হতে গ্রহণ করা সত্বেও উক্ত যন্ত্রপাতি সরকারকে ফেরৎ প্রদান করা হয়নি। অধিকন্তুযন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ ১৪,৫২,০০০/- টাকা ঠিকাদাকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ গত ১৫/৩/০৫ তারিখ হতে ৩১/৩/০৫ তারিখ পর্যন্ত এ,জি,ই (আর্মি) পোস্তগোলা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০০৩-০৪ সালের হিসাবের উপর অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ড্রেজিং এর মাধ্যমে মাটি ভরাটের জন্য মেসার্স বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বেসিক ড্রেজিং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৪/৬/০১ তারিখে সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ৯,৪৬,৭৪,৬৬৩/৬০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ✓ পরবর্তী সময়ে একই চুক্তির আওতায় প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ৩/৯/০২ তারিখে সংশোধন করে ১৫.৩৮,৩৪,০০০/=টাকায় নির্ধারণ পূর্বক ভাউচার নং-৭২/৪৭, তারিখ ৮/২/০৫এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।
- ✓ এতে মূল চুক্তিকৃত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৪,১১,২০,১৬৫/১৯ টাকার কাজ বেশী দেখানো হয়।
- ✓ আর্থ ফিলিং কাজের রেইট এ্যানালাইসিস এর ২, ৩ ও ৬ নম্বর স্তরে ঠিকাদার কর্তৃক ইকুইপমেন্ট সম্পর্কিত ১৩,২০,০০০ টাকা ও তার উপর ১০% লভ্যাংশ ধরে সর্বমোট ১৪,৫২,০০০/= টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়।

অনিয়ম ঃ

- ✓ চুক্তিপত্রের particular specification & special condition এর শর্ত ১৫,১৬ ও ১৯ অনুযায়ী রেইট এনালাইসিসে ইকুইপমেন্ট ক্রয় বাবদ অর্থ এবং তার উপর ১০% লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই।
- ✓ অথচ উক্ত কাজের রেইট এনালাইসিসে ক্রমিক নং ২ এ ইকুইপমেন্ট কস্ট বাবদ ৭,২০,০০০/- টাকা, ক্রমিক নং ৩ এ ৩,৬০,০০০/- টাকা, ক্রমিক নং ৬ এ ২,৪০,০০০/- টাকা মোট ১৩,২০,০০০/- টাকা এবং এর উপর ১০% লভ্যাংশসহ সর্বমোট ১৪,৫২,০০০/= টাকা ঠিকাদারকে চূড়ান্ত ভাউচার নং ৭২/৪৭ তারিখ ০২/৮/২০০৫ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
- ✓ সরকারি অর্থে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ফেরত প্রদান করা হয়নি।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ চুক্তিপত্র নং- সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ একটি আইটেম রেইট কন্ট্রাক্ট। এ ধরনের চুক্তিতে সিডিউল'এ' তে উল্লেখিত দরে ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করার কথা। আলোচ্য ঠিকাচুক্তিতে সিডিউল 'এ' তে প্রতি ঘনমিটার ড্রেজিং এর সাহায্যে মাটি ভরাটের জন্য ৮৩.৯৭ টাকা রেইট নির্ধারণ করা হয় এবং ৮৩.৯৭ টাকা হিসাবেই ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করা হয়। এখানে ঠিকাদারকে কোন অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ঠিকাচুক্তির মূল্য পরিশোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এই দর নির্ধারণ এ্যানালাইসিসের মাধ্যমেই করা হয়। এ জি ই কর্তৃক " রেইটস এ্যানালাইসিস ঠিকাচুক্তির অংশ নয়" মন্তব্যটি সঠিক নয়। এছাড়া particular of specification ও special condition এ শর্ত ১৫,১৬ ও ১৯ অনুযায়ী রেইট এ্যানালাইসিসে ইক্যুইমেন্ট ক্রয় বাবদ অর্থ ও এর উপর ১০% লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই।
- ✓ অতিরিক্ত পরিশোধিত ১৪,৫২,০০০/= টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় হওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত টাকা আদায় হওয়া প্রয়োজন।
- ✓ রেইট এ্যানালাইসিস গ্রহনের পূর্বে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম ঃ- চুক্তিপত্রে উল্লেখ না সত্ত্বেও লভ্যাংশসহ বীমা বাবদ ঠিকাদারকে ৩৩,০০,০০০/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ গত ১৫/৩/০৫ তারিখ হতে ৩১/৩/০৫ তারিখ পর্যন্ত এ,জি,ই (আর্মি) পোস্তগোলা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০০৩-০৪ হিসাবের উপর অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ড্রেজিং এর মাধ্যমে মাটি ভরাটের জন্য মেসার্স বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বেসিক ড্রেজিং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৪/৬/০১ তারিখে সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ৯,৪৬,৭৪,৬৬৩/৬০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ✓ পরবর্তী সময়ে একই চুক্তির আওতায় প্রাক্কলিত টাকার অংক ৩/৯/০২ তারিখে সংশোধন করে ১৫,৩৮,৩৪,০০০/=টাকায় নির্ধারণ নির্ধারণ করা হয়। কাজ শেষে ঠিকাদার কর্তৃক চূড়ান্ত বিল ভাউচার নং-৭২/৪৭, তারিখ ৮/২/০৫এর মাধ্যমে ১৩,৫৭,৯৪,৮২৮/৭৯ টাকার বিল দাখিল করা হয় এবং উহা পাশ করা হয়।
- ✓ প্রাক্কলনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।
- ✓ এতে মূল চুক্তিকৃত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৪,১১,২০,১৬৫/১৯ টাকার কাজ বেশী দেখানো হয়।
- ✓ আর্থ ফিলিং কাজের রেইট এ্যানালাইসিস এর ৭ নম্বর স্তরে Insurance সম্পর্কিত ৩০,০০,০০০/- টাকা ও তার উপর ১০% লভ্যাংশ অন্তভুক্ত করে সর্বমোট ৩৩,০০,০০০/= টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়।

অনিয়ম ঃ

- ✓ চুক্তিপত্রের particular specification & special condition General Specification-3(J)(3) এবং special Terms and Conditions for Civil Work and Dredging এর শর্ত 7 (gg) মোতাবেক Natural calamities এর কারণে সংঘটিত যে কোন Damages or injury or any other accidents Unforeseen ঘটলে ঠকাদারকেই তৎসম্পর্কিত সকল খরচের দায়ভার বহন করতে হবে অথচ উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে রেইট এনালাইসিস Insurance বাবদ ৩০,০০,০০০ টাকা ধরে ও তার উপর ১০% লভ্যাংশসহ মোট ৩৩,০০,০০০/= টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়।
- ✓ প্রাক্কলন করার সময় বীমা বাবদ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা এ কাজের দরে অন্তর্ভুক্তযোগ্য ছিলনা।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ চুক্তিপত্র নং- সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ একটি আইটেম রেইট কন্ট্রাক্ট। এ ধরনের চুক্তিতে সিডিউল'এ' তে উল্লেখিত দরে ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করার কথা। আলোচ্য ঠিকাচুক্তিতে সিডিউল 'এ' তে প্রতি ঘনমিটার ড্রেজিং এর সাহায্যে মাটি ভরাটের জন্য ৮৩.৯৭ টাকা রেইট নির্ধারণ করা হয় এবং ৮৩.৯৭ টাকা হিসাবেই ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করা হয়। এখানে ঠিকাদারকে কোন অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ঠিকাচুক্তির মূল্য পরিশোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এই দর নির্ধারণ এ্যানালাইসিসের মাধ্যমেই করা হয়। এ জি ই কর্তৃক প্রদত্ত " রেইটস এ্যানালাইসিস ঠিকাচুক্তির অংশ নয়" মন্তব্যটি সঠিক নয়।
- ✓ মোট ভরাটযোগ্য মাটির পরিমাণের জন্য সব ধরনের ব্যয়সহ মোট টাকার অংক হিসাব করে প্রতি ঘনমিটারের গড় মূল্য ৮৩.৯৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে বীমার টাকা অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক হয়নি।
- ✓ রেইট এ্যানালাইসিস Insurance বাবদ ৩০,০০,০০০ টাকা ও এর উপর ১০% লভ্যাংশসহ মোট ৩৩,০০,০০০/= টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা সঠিক হয়নি।
- ✓ Insurance বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধিত ৩০,০০,০০০ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় হওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত টাকা আদায় হওয়া প্রয়োজন।
- ✓ রেইট এ্যানালাইসিস গ্রহনের পূর্বে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৫

শিরোনাম ঃ- Unforeseen ব্যয় ঠিকাদার কর্তৃক বহন করার শর্ত থাকা সত্বেও রেইট এনালাইসিসে উক্ত ব্যয় অর্ন্তভুক্ত করে তার উপর লভ্যাংশসহ ১১,০০,০০০/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ গত ১৫/৩/০৫ তারিখ হতে ৩১/৩/০৫ তারিখ পর্যন্ত এ,জি,ই (আর্মি) পোস্তগোলা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০০৩-০৪ হিসাবের উপর অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ড্রেজিং এর মাধ্যমে মাটি ভরাটের জন্য মেসার্স বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বেসিক ড্রেজিং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৪/৬/০১ তারিখে সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ৯,৪৬,৭৪,৬৬৩/৬০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ✓ পরবর্তী সময়ে একই চুক্তির আওতায় প্রাক্কলিত টাকার অংক ৩/৯/০২ তারিখে সংশোধন করে ১৫,৩৮,৩৪,০০০/=টাকায় নির্ধারণ নির্ধারণ করা হয়। কাজ শেষে ঠিকাদার কর্তৃক চুড়ান্ত বিল জাউচার নং-৭২/৪৭, তারিখ ৮/২/০৫এর মাধ্যমে ১৩,৫৭,৯৪,৮২৮/৭৯ টাকার বিল দাখিল করা হয়।
- ✓ প্রাক্কলনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।
- ✓ এতে মূল চুক্তিকৃত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৪,১১,২০,১৬৫/১৯ টাকার কাজ বেশী দেখানো হয়।
- ✓ আর্থ ফিলিং কাজের রেইট এ্যানালাইসিস এর ৭ নম্বর স্তরে **Unforeseen** সম্পর্কিত ১০,০০,০০০/- টাকা অন্তভুক্ত করে তার উপর ১০% লভ্যাংশ ধরে সর্বমোট ১১,০০,০০০/= টাকা পরিশোধ করা হয়।

অনিয়ম ঃ

- ✓ চুক্তিপত্রের special Terms and Conditions for Civil Work and Dredging এর শর্ত 7 (gg) মোতাবেক Natural calamities এর কারণে সংঘটিত যে কোন ধরনের Damages or any other accidents Unforeseen ঠিকাদারকেই তৎসম্পর্কিত সকল খরচের দায়ভার বহন করতে হবে অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে রেইট এনালাইসিসে ১০% লভ্যাংশসহ Uuforeseen চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১১,০০,০০০/= টাকা ব্যয় করা হয়।
- ✓ প্রাক্কলন করার সময় Unforeseen বাবদ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা এ কাজের দরে অন্তর্ভুক্তযোগ্য ছিলনা।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ চুক্তিপত্র নং- সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ একটি আইটেম রেইট কন্ট্রাক্ট। এ ধরনের চুক্তিতে সিভিউল'এ' তে উল্লেখিত দরে ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করার কথা। আলোচ্য ঠিকাচুক্তিতে সিভিউল 'এ' তে প্রতি ঘনমিটার ড্রেজিং এর সাহায্যে মাটি ভরাটের জন্য ৮৩.৯৭ টাকা রেইট নির্ধারণ করা হয় এবং ৮৩.৯৭ টাকা হিসাবেই ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। এখানে ঠিকাদারকে কোন অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ঠিকাচুক্তির মূল্য পরিশোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এই দর নির্ধারণ এ্যানালাইসিসের মাধ্যমেই করা হয়। এ জি ই কর্তৃক " রেইটস এ্যানালাইসিস ঠিকাচুক্তির অংশ নয়" মন্তব্যটি সঠিক নয়।
- ✓ মোট ভরাটযোগ্য মাটির পরিমাণের জন্য সব ধরনের ব্যয়সহ মোট টাকার অংক হিসাব করে প্রতি ঘনমিটারের গড় মূল্য ৮৩.৯৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে Unforeseen চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক হয়নি।
- ✓ Unforeseen ঘটলে ঠিকাদারই তৎসম্পর্কিত সকল খরচ বা দায় বহন করবে। রেইট এ্যানালাইসিসে ১০% লভ্যাংশসহ Unforeseen চার্জ বাবদ ১১,০০,০০০/= টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা সঠিক হয়নি।
- ✓ অতিরিক্ত পরিশোধিত ১১,০০,০০০ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় হওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত টাকা আদায় হওয়া প্রয়োজন।
- ✓ রেইট এ্যানালাইসিস গ্রহনের পূর্বে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনাম ঃ- কাজের রেইট এনালাইসিসে আয়কর অর্ন্তভুক্ত করে ঠিকাদারকে ৪০,৭৩,৮৪৫/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ গত ১৫/৩/০৫ তারিখ হতে ৩১/৩/০৫ তারিখ পর্যন্ত এ,জি,ই (আর্মি) পোস্তগোলা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০০৩-০৪ হিসাবের উপর অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ড্রেজিং এর মাধ্যমে মাটি ভরাটের জন্য মেসার্স বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বেসিক ড্রেজিং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৪/৬/০১ তারিখে সিইএ/২৯১ অব ২০০০-০১ এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ৯,৪৬,৭৪,৬৬৩/৬০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ✓ পরবর্তী সময়ে একই চুক্তির আওতায় প্রাক্কলিত টাকার অংক ৩/৯/০২ তারিখে সংশোধন করে ১৫.৩৮,৩৪,০০০/=টাকায় নির্ধারণ নির্ধারণ করা হয়। কাজ শেষে ঠিকাদার কর্তৃক চুড়ান্ত বিল নং-৭২/৪৭, তারিখ ৮/২/০৫এর মাধ্যমে ১৩,৫৭,৯৪,৮২৮/৭৯ টাকার বিল দাখিল করা হয়।
- ✓ প্রাক্কলনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।
- ✓ এতে মূল চুক্তিকৃত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৪,১১,২০,১৬৫/১৯ টাকার কাজ বেশী দেখানো হয়।
- ✓ আর্থ ফিলিং কাজের ১৬,১৭.১৮২.৬৭ ঘন মিটার মাটির মূল্য ৮৩.৯৭ হারে রেইট এ্যানালাইসিসে ১৩,৫৭,৯৪,৮২৮.৭৯ টাকার উপর ৩.০% হারে আয়কর অন্তর্ভুক্ত করে আয়কর বাবদ ৪০,৭৩,৮৪৫/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়।

অনিয়ম ঃ

- ✓ কাজের রেইট এনালাইসিস এর সাথে আয়কর অন্তর্ভুক্ত করে মূল্য নির্ধারণ করার কোন বিধান নেই। অথচ আযকর অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি সম্পাদন ও মূল্য পরিশোধ করায় ৪০,৭৩,৮৪৫/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ প্রাক্কলন করার সময় সকল প্রকার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা এ কাজের দরে অন্তর্ভুক্তযোগ্য ছিলনা।

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ মেসার্স বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং বেসিক ড্রেজিং লিঃ কর্তৃক ড্রেজিং এর সাহায্যে মাটি ভরাটের সর্বনিম্ন রেইট প্রতি ঘনমিটার ৮৩.৯৭ টাকা হওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। ঠিকাচুক্তির দেয় দরে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় কোন অনিয়ম হয়নি এবং ঠিকাদারকে কোন অতিরিক্ত পরিশোধও করা হয়নি। আরও উল্লেখ্য যে, রেইটস এ্যানালাইসিস ঠিকাচুক্তির কোন অংশ নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, দর নির্ধারণ ঠিকাচুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ্যানালাইসিস ব্যতীত দর নির্ধারণ সম্ভব নয়। কাজেই এ জি ই কর্তৃক প্রদত্তে " রেইটস এ্যানালাইসিস ঠিকাচুক্তির অংশ নয়" মন্তব্যটি সঠিক নয়।
- ✓ মোট ভরাটযোগ্য মাটির পরিমাণের জন্য সব ধরনের ব্যয়সহ মোট টাকার অংক হিসাব করে প্রতি ঘনমিটারের গড় মূল্য ৮৩.৯৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ✓ আইকর ঠিকাদারের আয় হতে ঠিকাদারকেই পরিশোধ করতে হবে। কাজেই রেইট এ্যানালাইসিসের সাথে আয়কর অন্তর্ভুক্ত করে মূল্য নির্ধারণ করার কোন অবকাশ নেই।।
- ✓ অতিরিক্ত পরিশোধিত ৪০,৭৩,৮৪৫ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় হওয়া প্রয়োজন।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত টাকা আদায় হওয়া প্রয়োজন।
- ✓ রেইট এ্যানালাইসিস গ্রহনের পূর্বে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৭

শিরোনাম ঃ ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের ৩,৬০,৪১৬ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ জিই (আর্মি) প্রজেক্ট নর্থ ঢাকা এর ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব ২৩/৮/০৪ হতে ১২/৯/০৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ নিরীক্ষাকালে বি/আর উপ-বিভাগের চুক্তিপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে, পিজিআর ভবন সমূহের জন্য সীমানা দেয়াল নির্মাণ করার জন্য চুক্তিপত্র নং-৮২ অব ২০০১-২০০২ এর মাধ্যমে মেসার্স সামস এন্ড সন্স এর সাথে ১৬,৯০,০০০ টাকার চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- ✓ ঠিকাদারকে পুনঃপুনঃ তাগিদ দেয়ার পর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত চুক্তি বাতিল করা হয়। কিন্তু ব্যর্থ ঠিকাদারের দায় দায়িত্বে বাতিল করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়নি।
- ✓ তদস্থলে উক্ত কাজের জন্য চুক্তিপত্র নং-সিইএ/৫৩ অব ২০০৩-০৪ এর মাধ্যমে মেসার্স এভারগ্রীন এন্টারপ্রাইজের সাথে ১৮,৫৫,৪১৬ টাকায় নতুন চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- ✓ ফলে সরকারের অতিরিক্ত (১৮,৫৫,৪১৬-১৬,৯০,০০০)=১,৬৫,৪১৬ টাকা ব্যয় হয় (বিবরণী পরিশিষ্ট-৭)
- ✓ ইএম-১ উপ-বিভাগের চূড়ান্ত বিল ভাউচার, চুক্তিপত্র ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে, ১×১৬ জেসিও কোয়ার্টারের জেনারেটরের সরবরাহের জন্য চুক্তি নং-সিইএ-৮৭ অব ২০০০-০১ এর মেসার্স ইমামবাড়ি ট্রেডার্স এর সাথে ৯,৮০,০০০ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- ✓ উক্ত ঠিকাদার কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে চুক্তিপত্র নং-সিইএ-১৫ অব ২০০২-০৩ এর মাধ্যমে ১১,৭৫,০০০ টাকায় নতুন চুক্তি করা হয়।
- ✓ ফলে সরকারের (১১,৭৫,০০০-৯,৮০,০০০)=১,৯৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়।(বিবরণী পরিশিষ্ট-৭)
- ✓ দুটি কাজের মোট (১,৬৫,৪১৬+১,৯৫,০০০)=৩,৬০,৪১৬ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

- ✓ চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী ২২৪৯ এর ৫৩ (ই) অনুযায়ী ব্যর্থ ঠিকাদারের দায়-দায়িত্বে চুক্তি বাতিল করে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

/মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ প্রথম কাজের ক্ষেত্রে ঃ প্রশাসনিক কারনে সাইট হস্তান্তর বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত রেটে কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছে।
- ✓ দ্বিতীয় কাজের ক্ষেত্রেঃ আপাত্তিকৃত টাকা আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ প্রথম চুক্তির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কারণ চিহ্নিত করে দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে টাকা আদায়যোগ্য।
- ✓ দ্বিতীয় চুক্তির ক্ষেত্রে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারী খাতে জমা করে প্রমাণপত্র সহ অডিটকে জানাতে হবে।

সুপারিশ ঃ

- ✓ অতিরিক্ত ব্যয়িত ৩,৬০,৪১৬ টাকা আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৮

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারের নিকট হতে নির্মাণ কাজের উপর ভ্যাট কম আদায়ের ফলে ক্ষতি ৭,৬৯,৯৩৯ টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ জিই (আর্মি) প্রজেক্ট নর্থ ঢাকা সেনানিবাসের ২০০৩-২০০৪ সালের বিভিন্ন চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার ও ইউএজিই (ইউনিট) এ্যাকাউন্টেন্ট গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার) অফিসের ভ্যাট আদায় রেজিষ্টার ২৩/৮/০৪ হতে ১২/৯/০৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ নিরীক্ষাকালে ইউএজিই এর ভ্যাট আদায় রেজিষ্টার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, দুই জন ঠিকাদারের নিকট হতে মোট ৭,৬৯,৯৩৯/৩১ টাকা ভ্যাট কম আদায় করা হয়েছে (বিবরণী পরিশিষ্ট-৮)।

অনিয়ম ঃ

- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা এর প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১১৬ আইন/২০০২/৩৪১ মূসক-১৯৯১ এর উপর ৬/৬/০২ এর সংযোজন/সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নির্মাণ কাজের পরিশোধিত মূল্যের উপর ৪.৫০% হারে মূসক অনাদায়ের ফলে ক্ষতি ৭,৬৯,৯৩৯/৩১ টাকা।

/মন্ত্রণালয়/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ✓ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপাত্তিকৃত টাকার মধ্যে ৩,৮৮,১২৫ টাকা সরাসরি আদায়ে এবং অবশিষ্ট ৩,৮১,৮১৪/৩১ টাকা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করে আদায়ে সম্মত হন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ✓ এ পর্যন্ত টাকা আদায়ের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ✓ অবিলম্বে অনাদায়ী টাকা আদায় করে সংশ্লিষ্ট খাতে সমন্বয় করা আবশ্যক।

সুপারিশ ঃ

- ✓ ভ্যাট আদায় না করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- ✓ আপত্তিকৃত ৭,৬৯,৯৩৯/- টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় ও হিসাবভূক্ত করা প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্ট সমূহ সহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ:

ক্রমিক নং	বৎসর	মুদ্রিত খসড়া অনুচ্ছেদের সংখ্যা	মীমাংসিত খসড়া অনুচ্ছেদের সংখ্যা	অমীমাংসিত খসড়া অনুচ্ছেদের সংখ্যা	অমীমাংসিত খসড়া অনুচ্ছেদ সমূহের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	১৯৭১-৭২	২	--	২	৩৭,৪৬৫ টাকা
২।	১৯৭২-৭৩	১	--	১	৩৮,৬০০ টাকা
৩।	১৯৭৩-৭৪	১	--	১	৪২,৯১৭ টাকা
৪।	১৯৭৪-৭৫	--	--	--	--
৫।	১৯৭৫-৭৬	--	--	--	--
৬।	১৯৭৬-৭৭	৭	--	৭	২৩,০৮,৫৯৪ টাকা
৭।	১৯৭৭-৭৮	৭	--	৭	৭,০৮,৪৪১ টাকা
৮।	১৯৭৮-৭৯	৫	১	৪	৪,৯৩,১৯৬ টাকা
৯।	১৯৭৯-৮০	১০	১(আংশিক)	১০	৬,৪৭,৮৮১ টাকা
১০।	১৯৮০-৮১	৭	--	৭	১০,৬৯,৪৭৮ টাকা
১১।	১৯৮১-৮২	১৬	--	১৬	১০,৮৪,৪৬৭ টাকা
১২।	১৯৮২-৮৩	২৫	১	২৪	১৬,৯৩,০৩৩ টাকা
১৩।	১৯৮৩-৮৪	২৬	--	২৬	২৮,৩০,৩৮০ টাকা
১৪।	১৯৮৪-৮৫	২১	১০	১১	৬,০৬,০৩৩ টাকা
১৫।	১৯৮৫-৮৬	৭০	৩	৬৭	২,৭০,৮২,১৫৫ টাকা
১৬।	১৯৮৬-৮৭	৪৮	৩	৪৫	৭৮,৬৬,০৭১ টাকা
১৭।	১৯৮৭-৮৮	৫৪	১৬	৩৮	৪২,০৩,১৬৭ টাকা +২৩,০০০ মার্কিন ডলার
১৮।	১৯৮৮-৮৯	১২	--	১২	১৩,০৩,৩৫৫ টাকা
১৯।	১৯৮৯-৯০	৬১	৩	৫৮	৬৮,৮৬,৮৫,৯৬৪ টাকা
২০।	১৯৯০-৯১	৪৭	--	৪৭	৯,২৫,৭২,০৪৫ টাকা
২১।	১৯৯১-৯২	৫	--	৫	৩,৭৩,০৭১ টাকা
২২।	১৯৯২-৯৩	৫	--	৫	৩,২১,৯৫৭ টাকা
২৩।	১৯৯৩-৯৪	১৪	--	১৪	৬,৯৩,০৯৭ টাকা
২৪।	১৯৯৪-৯৫	১৪	২ (আংশিক)	১৪	১২,২৬,০১০ টাকা
২৫।	১৯৯৫-৯৬	২৭	৪	২৩	১৯,৮৬,০৮,৩২৩ টাকা + ৩,১০৮ মার্কিন ডলার
২৬।	১৯৯৬-৯৭	৪৫	৩	৪২	৩,৮৩,৬৫,০৮২ টাকা +১,২৫,৩২৮.১৯ মার্কিন ডলার
২৭।	১৯৯৭-৯৮	২৪	১(আংশিক)	২৪	১,৯২,৪৮,২০৪ টাকা
২৮।	১৯৯৮-৯৯	৪১	২(১টি আংশিক)	৪০	২,৬৫,৭২,৭৫৮ টাকা
২৯।	১১৯৯-২০০০	৪৪	৩	৪১	৬৬,৬৫,১৩,১৮২ টাকা
৩০।	২০০০-০১	৩৯	৭	৩২	১,৯২,৬৭,৩৫২ টাকা
৩১।	২০০০-০১ (২য়)	৭১	২	৬৯	৭,৯৩,৫৩,৭৫৮ টাকা
৩২।	২০০১-২০০২	৩৫	১	৩৪	২,১৯,২৫,৬০৮টাকা
৩৩।	২০০২-২০০৩	১১	--	১১	৩,২৭,৫৪,৬৪২ টাকা
৩৪।	২০০৩-২০০৪	১৮	---	১৮	৩৭,৩৬,৪৪,৪২৫ টাকা
				মোট=	১৩১,২১,৪০,৭১১ টাকা+ ১,৫১,৪৩৬.১৯ মার্কিন ডলার

গুরুতর আর্থিক অনিয়মের কেইসসমূহ সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনিষ্পন্ন থাকায় সময়ের ব্যবধানে উহাদের গুরুত্ব লোপ পাচ্ছে এবং এদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঢাকা
তারিখ: ০৮/৫/১৪১৩
২৩/৮/২০০৬

স্বাক্ষরিত

(আবুল ফয়েজ মো: আবিদ)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর